গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়
উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী সদর,
নোয়াখালী।
coop.sadar.noakhali.gov.bd

নম্বর: ৪৭.৬১.৭৫৮৭.০০০.০০০.০৬.০০০৩.২২.২১২

তারিখ: ২২ বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০৫ মে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নোটিশ

বিষয়: **স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কর্মশালা আয়োজন সংক্রান্ত নোটিশ**

এতদ্বারা অত্র দপ্তরের ই-গর্ভন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটির অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২০২৫ খ্রি. সনের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদন অংশের ই-গর্ভন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্তে আগামী ১৩/০৫/২০২৫ খ্রি: তারিখ রোজ : মঙ্গলবার সকাল ১০:০০ ঘটিকায় উপজেলা সমবায় অফিসার, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী এর কক্ষে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ সংক্রান্ত ৪ টি স্তম্ভের আলোকে করনীয় নির্ধারণ বিষয়ক কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত সভায় আপনাকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হলো।

০৫-০৫-২০২৫
মোহাম্মদ মনির হোসেন
উপজেলা সমবায় অফিসার
০২৩৩৪৪৯১৩৫৭
ucosadar@yahoo.com

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। জনাব মোহাম্মদ সামছু উদ্দিন, সহকারী পরিদর্শক ও সদস্য সচিব, ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটি, উপজেলা সমবায় অফিস, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী।
২। জনাব অপু রানী নাথ, সহকারী পরিদর্শক ও সদস্য, ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটি, উপজেলা সমবায় অফিস, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী।
৩। জনাব তৃনা দাস, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ও সদস্য, ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কমিটি, উপজেলা সমবায় অফিস, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী।
৪। সভাপতি/সম্পাদক, ...লি:, নোয়াখালী সদর, নোয়াখারী। তাঁকে নির্ধারিত স্থানে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে কর্মশালায় উপস্থিত থাকার জন্য অ্নুরোধ করা হলো।।

২০২৪-২০২৫ খ্রি. সনের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে নির্ধারিত সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের [১.২] ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্তে [৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ সংশ্লিষ্ট ৪ টি স্তম্ভের আলোকে করনীয় নির্ধারণ বিষয়ক কর্মশালা/সেমিনারে উপস্থিতির তালিকা:

তারিখ : ১৩/০৫/২০২৫ খ্রি:

উপস্থিতি :

ক্র: নং	নাম ও পদবী	কর্মস্থল/প্রতিষ্ঠানের নাম	উপস্থিতির স্বাক্ষর
০১	মোহাম্মদ মনির হোসনে উপজেলা সমবায় অফিসার	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী	[signature]
০২	মোহাম্মদ সামছু উদ্দিন সহকারী পরিদর্শক	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী	[signature]
০৩	অপু রানী নাথ সহকারী পরিদর্শক	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী	[signature]
০৪	তৃণা দাস অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী	[signature]
০৫	মো: আইয়ুব খান	স্বনির্ভর বহুমুখী সমবায় সমিতি লি:	[signature]
০৬	মো: [illegible]	[illegible] বহুমুখী সমবায় সমিতি লি:	মো: [illegible]
০৭	পপি মজুমদার	উদয়ন মার্কেট: বহু: সম: লি:	Popy
০৮	মো: সিরাজুল ইসলাম	বন্ধুমহল যুব সমবায় সমিতি লি:	Shir.
০৯	মো: আলম মিয়া	[illegible]/সমবায় সমিতি লি:	[signature]
১০	রুবিনা ইয়াসমিন	[illegible] প্রাথমিক [illegible] মহিলা স. স: লি:	রুবিনা
১১			
১২			

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মান সংক্রান্ত ০৪ টি স্তম্ভের আলোকে করনীয় বিষয়ক কর্মশালা/সেমিনারের প্রতিবেদন:

স্থান : উপজেলা সমবায় অফিসার, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী এর অফিস কক্ষ
রিখ : ১৩/০৫/২০২৫ খ্রি.
সময় : সকাল ১০.০০ ঘটিকা

উপস্থিতি তালিকা: (তালিকা সংযুক্ত)

ক্র: নং	নাম	প্রতিষ্ঠানের নাম	উপস্থিতি
১	মোহাম্মদ মনির হোসেন	উপজেলা সমবায় অফিসার, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী	
২	মোহাম্মদ সামছু উদ্দিন	সহকারী পরিদর্শক, উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী	স্বাক্ষরিত/-
৩	অপু রানী নাথ	সহকারী পরিদর্শক, উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী	স্বাক্ষরিত/-
৪	তৃণা দাস	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, উপজেলা সমবায় কার্যালয়, নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী	স্বাক্ষরিত/-
৫	মো: আইয়ুব খান	সদস্য, স্বনির্ভর বহুমুখী সমবায় সমিতি লি:	স্বাক্ষরিত/-
৬	মো: সোহাগ	সদস্য, জেনারেল বহুমুখী সমবায় সমিতি লি:	স্বাক্ষরিত/-
৭	পপি মজুমদার	সদস্য, উদয়ন মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি:	স্বাক্ষরিত/-
৮	মো: সিরাজুল ইসলাম	সদস্য, বন্ধু মহল যুব সমবায় সমিতি লি:	স্বাক্ষরিত/-
৯	মো: আলা উদ্দিন	সদস্য, আলো শ্রমজীবী সমবায় সমিতি লি:	স্বাক্ষরিত/-
১০	রুবিনা ইয়াসমিন	নোয়াখালী শহর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মহিলা সমবায় সমিতি লি:	স্বাক্ষরিত/-

অদ্যকার কর্মশালা/সেমিনার নিম্নস্বাক্ষরকারীর সভাপতিত্বে কর্মশালা/সেমিনারের কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়। সেমিনারে অত্র দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ও সমবায় সমিতির কয়েকজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ সংক্রান্ত ০৪ টি স্তম্ভের আলোকে করনীয় বিষয়ক আলোচনা করা হয়।

০৪ টি স্তম্ভের আলোকে করনীয়:

স্মার্ট বাংলাদেশ হলো বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রতিশ্রুতি ও শ্লোগান। যা ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের পরিকল্পনা।

'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার ভিত্তি চারটি। এগুলো হচ্ছে—

১. স্মার্ট **সিটিজেন**/নাগরিক: এই স্তম্ভের আওতায় দেশের সকল নাগরিক প্রযুক্তিগত সুবিধা পাবে।
২. স্মার্ট **ইকোনমি**/অর্থনীতি: এই স্তম্ভের আওতায় দেশের ইকোনমিকে ডিজিট্যাল করা হবে।
৩. স্মার্ট **গভর্নমেন্ট**/সরকার: এই স্তম্ভের আওতায় দেশের সরকারি কার্যক্রমগুলো অনলাইন পরিসেবার আওতায় নিয়ে আসা হবে।
৪. স্মার্ট **সোসাইটি**/সমাজ: এই স্তম্ভের আওতায় যোগাযোগ ব্যবস্থা পুরোপুরি ডিজিটাল করা হবে।

স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে এ চারটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করে অগ্রসর হলে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের কোনো অবশিষ্ট থাকবে না। স্মার্ট নাগরিক ও স্মার্ট সরকার এর মাধ্যমে সব সেবা এবং মাধ্যম ডিজিটালে রূপান্তরিত হবে। আর স্মার্ট সমাজ ও স্মার্ট অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করলে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

'স্মার্ট বাংলাদেশ হবে সাশ্রয়ী, টেকসই, জ্ঞানভিত্তিক, বুদ্ধিদীপ্ত ও উদ্ভাবনী। এককথায় সব কাজই হবে স্মার্ট। যেমন স্মার্ট শহর ও স্মার্ট গ্রাম বাস্তবায়নের জন্য স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবা, স্মার্ট পরিবহন, স্মার্ট ইউটিলিটিজ, নগর প্রশাসন, জননিরাপত্তা, কৃষি, ইন্টারনেট সংযোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। অনলাইনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এক শিক্ষার্থী, এক ল্যাপটপ, এক স্বপ্নের উদ্যোগ নেয়ার কথা বলা হয়েছে। এর আওতায় সব ডিজিটাল সেবা কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত ক্লাউডের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

আগামী বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ, ডিজিটাল বাংলাদেশের পর স্মার্ট বাংলাদেশের পরিকল্পনা এই শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধান্ত, কেননা উন্নত বিশ্বের দেশগুলো তো এরই মধ্যে স্মার্ট দেশে রূপান্তরিত হয়েছে, এমনকি অনেক উন্নয়নশীল দেশও স্মার্ট দেশে রূপান্তরের পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে, তাই দেশের উন্নতি এবং অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে হলে দেশকে অনেকটাই উন্নত বিশ্বের কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে।

ভবিষ্যতে যেসব দেশ প্রযুক্তি ব্যবহারে এগিয়ে থাকবে তারাই ব্যবসা-বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক লেনদেন এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবে, বর্তমান সরকার স্মার্ট বাংলাদেশের মতোই আজ থেকে দেড় যুগ আগে ডিজিটাল বাংলাদেশের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল, ডিজিটাল বাংলাদেশের শতভাগ সফলতা এখনো অর্জিত হতে পারেনি, কিন্তু যতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তাতেও বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়েছে, দুই বছর ধরে চলা করোনা মহামারি বাংলাদেশ অনেক উন্নত দেশের চেয়েও যে কম ক্ষয়ক্ষতি মেনে সুন্দরভাবে সামাল দিতে পেরেছে তার অনেক কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল।

ডিজিটাল বাংলাদেশের একটি বড় সুবিধা হচ্ছে, দেশের সব কিছু উন্নত বিশ্বের মতো প্রযুক্তিনির্ভর করে তোলা, যাকে এককথায় ডিজিটালাইজেশন বলা হয়ে থাকে, বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তিনির্ভর ডকুমেন্টের গ্রহণযোগ্যতা সবচেয়ে বেশি, একসময় আমাদের দেশের পাসপোর্টের গ্রহণযোগ্যতা অনেক দেশেই কম ছিল, সেই পাসপোর্ট যখন সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর মেশিন রিডেবল পাসপোর্টে রূপান্তর করা হলো তখন এর গ্রহণযোগ্যতাও অনেক গুণ বেড়ে গেল।

ডিজিটাল বাংলাদেশের বদৌলতে সরকার দেশের সব নাগরিকের জন্য ন্যাশনাল আইডি (এনআইডি) চালু করেছে, যেহেতু এনআইডি সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর একটি ডকুমেন্ট, তাই এর গ্রহণযোগ্যতা শুধু দেশের অভ্যন্তরেই নয়, দেশের বাইরেও অনেক বেশি।

দেড় যুগ আগে ডিজিটাল বাংলাদেশের সূচনা হলেও আমাদের দেশের ব্যাংকিং খাত সেভাবে প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে উঠতে পারেনি। বিচ্ছিন্নভাবে একেক ব্যাংক একেক রকম প্রযুক্তির ব্যবহার করছে ঠিকই, কিন্তু তাতে প্রকৃত ডিজিটাল ব্যাংকিং থেকে আমাদের দেশের ব্যাংকিং খাত অনেক দূরে। আজ বিশ্বের নামকরা সব ব্যাংক যে আমাদের দেশের ব্যাংকগুলোর সঙ্গে ব্যাবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করছে। তার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কারণের মধ্যে অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারে আমাদের ব্যাংকগুলোর পিছিয়ে থাকা। ডিজিটাল বাংলাদেশের হাত ধরে দেশকে এগিয়ে নিতে হলে বাংলাদেশকে প্রযুক্তি ব্যবহারে অনেক উন্নত হতে হবে এবং সেই উদ্যোগ সফল করতে হলে স্মার্ট বাংলাদেশ এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী এক কর্মপরিকল্পনা। অনেকেই হয়তো বলার চেষ্টা করবেন যে দেশকে প্রযুক্তিগতভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য স্মার্ট বাংলাদেশ নামের স্লোগানের কী প্রয়োজন, প্রয়োজন অবশ্যই আছে, স্মার্ট বাংলাদেশ তো শুধু একটি স্লোগান নয়, আগামী দুই যুগ ধরে চলবে এমন এক বিশাল কর্মযজ্ঞের নাম স্মার্ট বাংলাদেশ।

স্মার্ট বাংলাদেশ বলতে সাধারণ মানুষ কী বুঝবে এবং এটি অর্জিতই বা হবে কিভাবে, এই নতুন কর্মপরিকল্পনার ব্যাপারে সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে সিদ্ধান্ত এসেছে মাত্র। ফলে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে হলে আমাদের আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। সরকার যখন স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ তুলে ধরে কোনো পুস্তিকা বা প্রকাশনা বের করবে, তখনই হয়তো এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। তবে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে চারটি মূলভিত্তি নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এগুলো হচ্ছে স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটি। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কর্মসূচির অংশ হিসেবেই স্মার্ট বাংলাদেশ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে বলেই ধারণা করা যায়। তবে সরকার স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে যে চারটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করে অগ্রসর হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে দেশের এই চারটি খাতকে সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট খাত হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের আর কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

এ কথা সত্যি যে স্মার্ট বাংলাদেশের অর্থ এই নয় যে স্মার্টফোন হাতে স্মার্টলি ঘুরে বেড়ানো বা সব সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যা খুশি তাই মন্তব্য করা, স্মার্ট বাংলাদেশ হবে এমন এক বাংলাদেশ, যেখানে মানুষ দেশের যে অঞ্চলেই বসবাস করুক না কেন, সে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা সমতার ভিত্তিতে পেতে পারবে, তখন শহর এবং গ্রামের মানুষের মধ্যে জীবনযাপন এবং সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তেমন কোনো পার্থক্য থাকবে না, ঢাকা শহরের নাগরিক যেমন ঘরে বসেই সব কিছু করতে পারবে, তেমনি প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষও তাই করতে পারবে, যেমন- *প্রত্যন্ত গ্রামের একজন নাগরিককে তার পাসপোর্ট নবায়নের জন্য কোনো অবস্থায়ই* অন্য কারো দারস্থ হতে হবে না। সে তার গ্রামে বসেই আবেদন করবে। যা প্রযুক্তির মাধ্যমে যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে আবেদনকারীর নতুন পাসপোর্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয়ে তার কাছে পৌছে যাবে। এখানে ডাক বিভাগের ডেলিভারিম্যান ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির ভূমিকা রাখার প্রয়োজন হবে না। তেমনি আয়কর রিটার্ন দাখিলব্যবস্থা এমন হবে যে মানুষ তার এলাকায় বসে নিজেই রিটার্ন জমা দেবে। যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল্যায়িত হয়ে প্রযুক্তির মাধ্যমেই অ্যাসেসমেন্ট নোটিশ করদাতার কাছে পৌছে যাবে। আয়কর কর্মকর্তার তেমন কোনো ভূমিকার প্রয়োজন এখানে হবে না। তাঁরা অবশ্য স্পষ্টই বুঝতে পারবেন যে কারা আয়কর রিটার্ন জমা দেয়নি। বর্তমান ডিজিটাল বাংলাদেশেও গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কেউ চাইলেও কোনো বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না, কারণ আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় তা একেবারে শুরুতেই আটকে যায়, কিন্তু সত্যিকার স্মার্ট বাংলাদেশে খুব সহজেই এটি সম্ভব হবে। যেমনটা উন্নত বিশ্বে হয়ে থাকে। কেননা এসব দেশ সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট দেশে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

কিন্তু, স্মার্ট বাংলাদেশের ঘোষণা দিলেই তো আর স্মার্ট বাংলাদেশের রূপান্তর ঘটবে না, এটি হবে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ, যেখানে পর্যাপ্ত বিনিয়োগের এবং উপযুক্ত লোকবল নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা আছে, সেই সঙ্গে প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে থাকা চাই সঠিক এবং বাস্তবসম্মত রোডম্যাপ। ২০৪১ সাল নাগাদ সত্যিকার স্মার্ট বাংলাদেশ হবে, নাকি না সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর, না ম্যানুয়াল পদ্ধতির এক এলোমেলো স্মার্ট বাংলদেশ হবে, যেমনটা হয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশের ক্ষেত্রে, ডিজিটাল বাংলাদেশের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছিল আজ থেকে ১৫ বছর আগে। দেশ প্রযুক্তি ব্যবহারে অনেক দূর এগিয়েছে ঠিকই, কিন্তু প্রকৃত ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে যা বোঝায় তা থেকে দেশ এখনো অনেক দূরে। তাই সত্যিকার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হলে ডিজিটাল বাংলাদেশের পরিপূর্ণতা দিতে হবে সবার আগে এবং এর ওপর ভিত্তি করেই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে হবে।

সর্বোপরি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অত্যাধুনিক পাওয়ার গ্রিড, গ্রিন ইকোনমি, দক্ষতা উন্নয়ন, ফ্রিল্যান্সিং পেশাকে স্বীকৃতি প্রদান এবং নগর উন্নয়নে বেশ জোরেসোরে কাজ চলছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সময়কে মোকাবেলা করতে ডিজিটাল সংযুক্তির জন্য যতটুকু প্রস্তুতির প্রয়োজন, সরকার তার অধিকাংশই সুসম্পন্ন করেছে। 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বলতে স্মার্ট নাগরিক, সমাজ, অর্থনীতি ও স্মার্ট সরকার গড়ে তোলা হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও আর্থিক খাতের কার্যক্রম স্মার্ট পদ্ধতিতে রূপান্তর হবে।

(মোহাম্মদ মনির হোসেন)
উপজেলা সমবায় অফিসার
ও
আহবায়ক
ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২৫ বাস্তবায়ন কমিটি
উপজেলা সমবায় কার্যালয়
নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী।